প্রথম আলো

তারিখ: 26 MAR 2015
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: 2

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

তালা ভাঙলেও পরিস্থিতি অস্থিতিশীল

আশীষ-উর-রহমান ও আরিফুল হক, রংপুর থেকে ●

তালা ভাঙার পর রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও প্রশাসনিক কাজ শুরু হয়েছে। তবে ভেতরের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের একাংশ গত ২ নভেম্বর বিভিন্ন দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ ও প্রশাসনিক ভবনের গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। সাড়ে চার মাস পর ২২ মার্চ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় তালা ভাঙা হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষক সমিতির সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'তালা ভাঙা হলেও আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, 'কয়েকজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত স্বার্থের আন্দোলনের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে সাধারণ ছাত্ররা। তাই কারও কোনো অন্যায্য দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। চেষ্টা করা হচ্ছে আগামী এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের।'

তালা খোলার পর গত দুই দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে দেখা গেছে অফিসে দাপ্তরিক কাজ হচ্ছে। ক্লাসও হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগে। শিক্ষার্থীরা বেশ আনন্দিত। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আজমিনার রহমান, বিপুল কুমার সাহা, রুমানা আক্তারসহ অনেকে সঙ্গে কথা হলো। তাঁরা চান নিয়মিত ক্লাস হোক। ইতিমধ্যে তাঁদের দুই বছর সেশনজট হয়ে গেছে। এভাবে ক্যাম্পাস তালাবন্ধ করে রেখে তাঁদের মূল্যবান সময় যেন আর নষ্ট করা না হয়।

শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি অংশ এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তারাও চায় ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসুক। সহকারী প্রক্টর শাহীনূর রহমান বলেন, 'উপাচার্যের কাছে আন্দোলনকারীরা যেসব দাবি করছেন, তা যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অনুমোদন না করে, তবে তিনি তা কোনোভাবেই দিতে পারবেন না। আবার একইভাবে ইউজিসির অনুমোদিত কোনো বিষয় আটকে রাখার ক্ষমতাও উপাচার্যের নেই।'

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল মূলত ২৭ জন শিক্ষকের পদোন্নতি-সংক্রান্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। পরে এতে কর্মচারীদের একাংশ যোগ দেয় এবং একপর্যায়ে তা উপাচার্যকে অপসারণের একদফা আন্দোলনে পরিণত হয়।

২০ সেপ্টেম্বর সিন্ডিকেট সভায় ২৭ জন শিক্ষক ও ১০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্তরা দাবি করেন, যেদিন থেকে তাঁরা পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছেন, সেদিন থেকেই তাঁদের বেতন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। তবে ইউজিসি জানায়, সিন্ডিকেটে যেদিন পদোন্নতির অনুমোদন হয়েছে, সেই দিন থেকে সুবিধা কার্যকর হবে। এ নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত। এর মধ্যে ১০ জন শিক্ষক ও ১০ জন কর্মকর্তা কাজে যোগ দেন এবং সাতজন শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে গেছেন।

এর মধ্যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এবার রেকর্ডসংখ্যক ৯০ হাজার ৪০২ শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেন। পরীক্ষার তারিখ ছিল ৪, ৫ ও ৬ ডিসেম্বর। গত ৯ নভেম্বর ডিন, বিভাগীয় প্রধানসহ আন্দোলনকারী ১০ জন শিক্ষক ভর্তিসংশ্লিষ্ট তাঁদের ১৯টি পদ থেকে পদত্যাগ করায় পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ইচ্ছুক ৯০ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষার সুযোগ পাননি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসও বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ছয়টি অনুষদে ২১টি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। শিক্ষক আছেন ১৩৯ জন। কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫৩৯ জন। ইউজিসি অনুমোদিত ২৬০টি পদের বিপরীতে সাবেক উপাচার্য আবদুল জলিল ৬৭৮ জনকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যসহ নানা ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাও রয়েছে। মেয়াদ শেষের আগেই তাঁকে উপাচার্যের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে ২০১৩ সালের ৮ মে এ কে এম নূর-উন-নবী যোগ দেন।

এই আন্দোলন করছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। পরে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হয় সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষকদের দুটি সংগঠন রয়েছে। একটির নাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ, অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণীত শিক্ষক সমাজ (নীল দল)। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে প্রগতিশীল সমাজ বিজয়ী হয়েছে। আন্দোলন চলছে মূলত সমিতির সভাপতি গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পরিম[redacted] ও কর্মকর্তা-ক[redacted] এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট নয়।

শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বিভাজনটি স্পষ্ট। আন্দোলনের বিপক্ষ অংশটির বক্তব্য, উপাচার্যের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তিনি আগের উপাচার্যের আমলের অনিয়মগুলো বন্ধ করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাতে অনেকের অনেক স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে। সাবেক উপাচার্যের অনেক আত্মীয়স্বজন এখানে আছেন। এ ছাড়া আগের উপাচার্যের সময় বিনা দরপত্র ও ক্রয়ের অনুমোদন ছাড়া কয়েকটি বিভাগে কোটি টাকার ওপরে কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার টাকা পরিশোধ করতে বর্তমান উপাচার্য অসম্মত হয়েছেন। এটিও তাঁকে অপসারণ দাবির একটি প্রধান কারণ।

আন্দোলনকারীদের নেতা হাফিজুর রহমান বলেছেন, উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তাঁদের নেই। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল নতুন উপাচার্য অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলবেন। তাঁরা এ জন্য উপাচার্যকে সহায়তা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি তা নেননি। উপরন্তু দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাস ছেড়ে ঢাকায় থাকেন। আন্দোলনের সঙ্গে আত্মীয়স্বজনের চাকরিতে নিয়োগ বা অন্য কোনো অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা অস্বীকার করেন তিনি।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগের বিষয়ে উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত নয়, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোনো কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন। সে কারণেই নির্ধারিত পদের অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া লোকগুলোর চাকরি পর্যায়ক্রমে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন মাত্র ৭০টি পদ বাকি রয়েছে। এসব পদ ও পদোন্নতির অনুমোদন আনা, অর্থ বরাদ্দ করা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার কাজেই তাঁকে ঘন ঘন ঢাকায় যেতে হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ইউজিসির পূর্ণাঙ্গ কমিশন, পিকেএসএফ, ন্যাশনাল পপুলেশন কাউন্সিলসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট। এসব সংগঠনের সভায়ও তাঁকে উপস্থিত থাকতে হয়।